

আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন মুফাসসিরে কুরআন, মুনাযেরে যামান,

খতীবে আ'জম, তরজুমায়ে আহলুস্ সুন্নাহ ওয়াল জামাআত

আল্লামা নূরুল ইসলাম ওলীপুরীর  
●●●●●●●●●● ঐতিহাসিক ভাষণ

# ইভটিজিং

ইভটিজিং কী? ইভটিজিং কেন হয়?

ইভটিজিং সমস্যার সমাধান কী?

এবং এর প্রতিরোধ ব্যবস্থা কী?



[www.tolaba.com](http://www.tolaba.com)

আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন মুফাসসিরে কুরআন, মুনাযেরে যামান,  
খতীবে আ'জম, তরজুমানে আহলুস্ সুন্নাত ওয়াল জামাত

আল্লামা নূরুল ইসলাম ওলীপুরীর

ঐতিহাসিক বয়ান

# ইভটিজিং

ইভটিজিং কী? ইভটিজিং কেন হয়?

ইভটিজিং সমস্যার সমানধান কী?

এবং এর প্রতিরোধের ব্যবস্থা কী?

স্থান : চিটাগাং রোড ট্রাক স্ট্যাভ, সিদ্ধিরগঞ্জ  
তারিখ : ১৭ ডিসেম্বর, রোজ শুক্রবার, ২০১০ ই

সংকলন

মাওলানা সাঈদ মুহাম্মদ আব্দুল্লাহ  
উস্তুজুল হাদীস ওয়াত্ তাফসীর  
জামিয়া আরাবিয়া আহাদিয়া বারুইগ্রাম  
নান্দাইল, মোমেনশাহী

আল-কাউসার প্রকাশনী

ইসলামী টাওয়ার পাঠক বন্ধু মার্কেট

১১, বাংলাবাজার ৫০, বাংলাবাজার ঢাকা

মোবা. ০১৭১৬৮৫৭৭২৮ ফোন- ৭১৬৫৪৭৭

## মাওলানা ওলীপুরীর নির্বাচিত বয়ান সিরিজের কয়েকটি ছোট বই

- ★ ওয়াজ কী ও কেন ?
- ★ আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের সঠিক পরিচয়
- ★ বর্তমান প্রেক্ষাপটে আমাদের দায়িত্ব ও কর্তব্য
- ★ দাওয়াত ও তাবলীগ
- ★ হিদায়াত কী ? হিদায়াত কাদের জন্য?
- ★ ইসলামের বিশ্ব বিজয়ের রূপরেখা
- ★ কিয়ামতের বিভীষিকা
- ★ মুসলমানের ঘরে আগুন
- ★ নামায পাপ থেকে ফিরায় না কেন?
- ★ নারীর জান্নাতে যাওয়ার পথ ও পাথেয়
- ★ কুরআনের শিক্ষাই প্রকৃত শিক্ষা
- ★ শান্তিময় সমাজ গঠন : পথ ও পদ্ধতি
- ★ শিক্ষা মৌলবাদ ও পর্দা
- ★ সিরাতুননবী সাদাতুল্লাহ  
আবদুল্লাহ  
আবদুল্লাহ ও বর্তমান প্রেক্ষিত
- ★ সন্ত্রাসের উৎস কোথায়?
- ★ দারুল উলুম দেওবন্দের ঐতিহ্য ও অবদান
- ★ কওমী মাদরাসা কী ও কেন?
- ★ সন্ত্রাসের উৎস কোথায়?
- ★ মহিলাদের ইসলামী জীবন
- ★ মাযহাব কী ও কেন?
- ★ সামাজিক ব্যাধি ও তার প্রতিকার
- ★ মুসলিম বিশ্বে শান্তি আসবে কবে?
- ★ আল কুরআনের মু'জিয়া
- ★ বিদায় হজ্জের ভাষণ : প্রসঙ্গ ফাতওয়া
- ★ কবর জগতের সুখ দুঃখ
- ★ ত্রিমুখী ব্যবসাই প্রকৃত ব্যবসা
- ★ ইভটিজিং
- ★ তাযকিয়ায়ে নফস
- ★ বিশ্বাসের লাল গোলাফ
- ★ নায়েবে নবীর মর্যাদা

## মাওলানা ওলীপুরীর তাকরীরও তাসনীফ সম্পর্কে বড়দের মূল্যায়ন

চট্টগ্রাম দারুল উলুম মুইনুল ইসলাম হাটহাজারী মাদরাসার মুহতামিম,  
শাইখুল ইসলাম হযরত মাওলানা হুসাইন আহমদ মাদনী রহ.-এর বিশিষ্ট  
খলীফা বাংলাদেশ কওমী মাদরাসার শিক্ষা বোর্ড (বেফাক) এর সভাপতি  
হযরত মাওলানা আহমদ শফী দামাত বারাকাতুহুম বলেন,

“বাংলাদেশের যে সমস্ত উলামায়ে কিরাম হক প্রতিষ্ঠার জন্য বাতিলের  
বিরুদ্ধে আজীবন বহুমুখী সংগ্রাম করে যাচ্ছেন, তাদের অন্যতম একজন  
হলেন, মাওলানা নুরুল ইসলাম ওলীপুরী। তিনি ইসলামের সঠিক ভাষ্যকার  
বা তরজুমায়ে আহলে সুন্নাতে ওয়াল জামাতাত হিসেবে পরিচিত। আমি  
তার বহু বয়ান শুনেছি এবং তার লিখিত অনেক পুস্তকাবলীও পড়েছি,  
যেগুলো জাতির জন্য দিশারী হয়ে থাকবে বলে আমি মনে করি।”

জাতীয় মসজিদ বাইতুল মুকাররমের সাবেক খতীব  
হযরত মাওলানা উবাইদুল হক সাহেব রহ. বলেন,

“মুহতারাম মাওলানা নুরুল ইসলাম ওলীপুরীর তথ্যসমৃদ্ধ বিষয় ভিত্তিক  
ওয়াজ শুনে মুগ্ধ হয়েছি বারবার। তার বক্তব্য যেমন জোরালো ও তথ্য  
নির্ভর তেমনি তার প্রতিটি লেখা তথ্যনির্ভর ও জোরালো। আল্লাহ রাব্বুল  
আলামীন তার এ খেদমতকে কবুল করুন।”

বাংলাদেশ কওমী মাদরাসা শিক্ষা বোর্ড (বেফাক)-

এর সাবেক সভাপতি, শাইখুল হাদীস

হযরত মাওলানা নূরুদ্দীন গহরপুরী রহ. বলেন,

“মাওলানা ওলীপুরী সম্পর্কে আমার রুহানী নাতি হন অর্থাৎ তিনি আমার ছাত্রের ছাত্র। তিনি আহলে হকের তরজুমান। তার উক্তির সাথে যুক্তি থাকে। যে কারণে সর্বস্তরের মানুষ তার কথা সহজে বুঝতে পারে। আমি দু‘আ করি আল্লাহ তা‘আলা তাকে হক প্রচারের জন্য কবুল করুন।”

আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন ইসলামী চিন্তাবিদ,

মাসিক মদীনাসম্পাদক হযরত মাওলানা মুহিউদ্দিন খান

বলেন-

“মাওলানা ওলীপুরী সাহেব দেশে প্রচলিত নানা কুসংস্কার; শিরক-বিদআত এবং ধর্মের নামে ব্যাপকভাবে আচরিত বিভিন্ন ধরনের অনাচারের বিরুদ্ধে ওয়াজের মাধ্যমে যেমন বিরামহীন সংগ্রাম করে যাচ্ছেন; তেমনি লেখনীর মাধ্যমেও তার সংগ্রাম অব্যাহত আছে।”

## এক নজরে মাওলানা ওলীপুরীর কর্মময় জীবন

নাম : নূরুল ইসলাম

পিতা : মরহুম মাওলানা আব্দুর রহীম

ভাই-বোন : ৫ ভাই ৫ বোন

জন্ম : ১৯৫৫ ঈসায়ী

জন্মস্থান : হবিগঞ্জ জেলার সদর উপজেলাধীন ওলীপুর গ্রামে।

লেখাপড়া হাতে খড়ি : বড় বোনের নিকট আরবী লেখাপড়া ও বাংলা বর্ণ  
পরিচয়।

প্রিয় শিক্ষক : মুজাহিদে মিল্লাত মরহুম মাওলানা মুখলেসুর রহমান রায়ধরী।

দাওরায়ে হাদীস সমাপন : ১৯৭৫ সালে, জামেয়া কুরআনিয়া লালবাগ,  
ঢাকা।

প্রথম শিক্ষকতা : হুসাইনিয়া মাদরাসা, শাহপুর চুনাকুঘাট, মাধবপুর, হবিগঞ্জ

বিদেশ সফর : যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্যসহ মধ্যপ্রাচ্য ও দক্ষিণ এশিয়ার বিভিন্ন দেশ।

প্রকাশিত গ্রন্থ ও রচনাবলী : মাওয়াইয়ে হাসানাহ, মাওয়াইজে ওলীপুরী,  
ওলীপুরীর নির্বাচিত বয়ান সংকলন মাওলানা নূরুল ইসলাম ওলীপুরীর  
নির্বাচিত বয়ান, নূরে মদীনাসহ অসংখ্য পুস্তিকা ও রচনাবলী।

বর্তমান দায়িত্ব : মুহতামিম, মাদরাসায়ে নূরে মদীনা, শায়েস্তাগঞ্জ, হবিগঞ্জ  
সন্তানাদি : ১ ছেলে ও ৪ মেয়ে।

আগামী পরিকল্পনা : নিজ মাদরাসাকে যুগোপযোগী প্রাতিষ্ঠানিক রূপদান।

পাঠকদের প্রতি : হিদায়াতের উদ্দেশ্যে খালিছ নিয়তে পাঠ করবেন।

## মাওলানা ওলীপুরীর নির্বাচিত বয়ান এর কতিপয় বৈশিষ্ট্য

- ❖ প্রতিটি বয়ানের প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত প্রত্যেকটি কথাই জ্ঞানগর্ভ সূক্ষ্ম তত্ত্ব, সারগর্ভ চিন্তার বিকাশ এবং সংস্কারমূলক হেদায়াতে পরিপূর্ণ। শুধু জোর গলাবাজী ও বিচিত্র বর্ণনাভঙ্গী সৃষ্টির উদ্দেশ্যে অর্থহীন ও অমূলক বাক্যও সূরের সংমিশ্রণ থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত।
- ❖ প্রসঙ্গক্রমে বর্ণিত সমস্ত কিসসা-কাহিনী এবং কৌতুক বাক্যই উপদেশমূলক এবং জ্ঞান বর্ধক। এমন কোনো ঘটনাই তাতে নেই যা কেবল সাময়িক আনন্দ প্রদান এবং শ্রোতাদেরকে খুশী করে বাহবা হাসিল করার উদ্দেশ্যে বর্ণনা করা হয়েছে।
- ❖ এতে মিথ্যা ও অলীক রেওয়ায়াত এবং কাল্পনিক কিসসা-কাহিনী বলা হয় নাই। যা কিছু বলা হয়েছে, যথাসম্ভব নির্ভরযোগ্য ও সঠিক বরাত যাচাই করেই বর্ণনা করা হয়েছে।
- ❖ আমলের ফযীলত বর্ণনা, বেহেশতের প্রতি উৎসাহিত করা এবং দোযখের প্রতি ভয় প্রদর্শনের মধ্যেই বয়ানগুলো সীমাবদ্ধ নয় বরং অবস্থার চাহিদা অনুযায়ী প্রয়োজনীয় দ্বীনী মাসায়েলের ব্যাখ্যা, রহস্য ও হেকমতে এসব বয়ান পরিপূর্ণ।

ایس سعادت بزور بازو نیست + تانه بخشد خدائے بخشنده

“আল্লাহ তা’আলা দান না করলে এই সৌভাগ্য বাহুবলে অর্জন করা যায় না।”

উল্লিখিত বৈশিষ্ট্য ও স্বাতন্ত্র্যের কারণে সমকালীন বিশিষ্ট আলেমগণ হযরত মাওলানা ওলীপুরী এর নির্বাচিত বয়ানের প্রতি বিশেষ গুরুত্ব প্রদান করে থাকেন।



আলকাউসার প্রকাশনী কতৃক প্রকাশিত

মাওলানা নূরুল ইসলাম ওলীপুরীর

নির্বাচিত বয়ান

এর জন্য

## মাওলানা ওলীপুরী সাহেবের দু‘আ

সকল প্রশংসা আল্লাহ তাআলার এবং সালাত ও সালাম সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর উপর।

আল-কাউসার প্রকাশনী, ১১ বাংলাবাজার, ঢাকা, আমার বিভিন্ন সময়ের বয়ান ক্যাসেট থেকে সংকলন করতঃ

“মাওলানা নূরুল ইসলাম ওলীপুরীর  
নির্বাচিত বয়ান”

নামে পুস্তক আকারে প্রকাশ করছে জেনে, আমি অত্যন্ত খুশি হয়েছি।

দু‘আ করি আল্লাহ তা‘আলা সংকলক, সম্পাদক ও প্রকাশক সহ, সংশ্লিষ্ট সকলকে ইহ ও পরকালীন কামিয়াবী দান করুন।

সাথে সাথে এ খেদমত কবুল করতঃ সকলের নাজাতের উসিলা বানিয়ে দিন। আমীন!

(মাওলানা ) নূরুল ইসলাম ওলীপুরী

তাং-২৫/০৪/১০ইং



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَتَسْتَعِينُهُ وَتَسْتَغْفِرُهُ وَنُؤْمِنُ بِهِ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ -  
وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا  
مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يَضِلَّ فَلَا هَادِيَ لَهُ . وَتَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا  
شَرِيكَ لَهُ . وَتَشْهَدُ أَنَّ سَيِّدَنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ صَلَّى اللَّهُ  
تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَبَارَكَ وَسَلَّمَ . أَمَّا بَعْدُ فَأَعُوذُ بِاللَّهِ  
مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ - بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الر - تِلْكَ آيَاتُ الْكِتَابِ الْمُبِينِ - إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ  
تَعْقِلُونَ

بَارَكَ اللَّهُ لَنَا وَلَكُمْ فِي الْقُرْآنِ الْعَظِيمِ وَتَفَعَّلْنَا وَابْتِغَاءً لِيَاكُم بِالْآيَاتِ  
وَالذِّكْرِ الْحَكِيمِ

সম্মানিত সুধি সমাজ!

সূরা ইউসুফের প্রথম আয়াতের প্রথমেই আল্লাহ তা'আলা আরবী  
বর্ণমালার কয়েকটি হরফ উল্লেখ করেছেন। তা হল- الف , لام , راء -হল

আরবী বর্ণমালার অক্ষরগুলো জানেন, তারা নিশ্চয়ই বুঝতে পেরেছেন  
যে একটি অক্ষর, لام একটি অক্ষর, راء একটি অক্ষর, الف একটি অক্ষর।

ভাষার সাধারণ নিয়মে এই অক্ষরগুলোর কোনো অর্থ হয় না।  
যেমনভাবে 'ক', 'খ', 'গ', 'ঘ'-এর অর্থ হয় না। যেমনভাবে 'A', 'B', 'C',  
'D'-এর অর্থ হয় না, ঠিক তেমনিভাবে ت , ث , ب , ا -এর কোনো অর্থ হয়  
না।

তাই প্রশ্ন জাগে পবিত্র কুরআনের বিভিন্ন সূরার শুরুতে আরবী বর্ণমালার  
যে উল্লেখ করেছেন, এগুলো তাফসীরের পরিভাষায় حروف مقطعات  
(ছরুফে মুকাত্তা'আত) বলা হয়।

পারিভাষিক শব্দাবলি আপনাদের জানারও দরকার নেই, বুঝারও দরকার নেই। তাফসীর পড়ুয়া ছাত্রদের তা জানা দরকার, বুঝা দরকার।

আপনাদের জন্য যে বিষয়টা জানা দরকার, তা হল এ হরুফগুলোকে পারিভাষিক ভাবে حروف مقطعات বলে, আর বাংলায় বিক্ষিপ্ত অক্ষর বলে।

আরবী বর্ণমালার এই অক্ষরগুলো আল্লাহ বিভিন্ন সূরার শুরুতে আনলেন। যেহেতু অর্থ নাই, তা হলে কেন উল্লেখ করলেন?

অর্থহীন কথা আল্লাহ কুরআনে কেন বলেছেন?

এ রকম প্রশ্ন অনেকের মনে জাগতে পারে, সেই সূত্র ধরে অর্থাৎ ভাষার স্বাভাবিক নিয়মে বিক্ষিপ্ত অক্ষরগুলো কোনো অর্থ হয় না, তা হলে বিভিন্ন সূরার শুরুতে আল্লাহ তা কেন উল্লেখ করলেন?

এই প্রশ্নের কয়েকটা জবাব। একটা জবাব হল—

যদিও স্বাভাবিক নিয়মে বিক্ষিপ্ত বর্ণমালার কোনো অর্থ হয় না, কিন্তু বিশেষ ক্ষেত্রে কেউ ইচ্ছা করলে কোনো না কোনো অর্থে ব্যবহার করতে পারবে।

এটা কি স্বাভাবিক নিয়ম না বিশেষ ক্ষেত্রে?

বিশেষ ক্ষেত্রে।

যেমন— এক ব্যক্তির নাম মুস্তফা কামাল। কিন্তু সে তার নিজের নামের শুরুতে লেখে, এ. টি. এম মুস্তফা কামাল। এরকম লেখে কি না?

(জী!)

এ. টি. এম. এগুলো ইংরেজি কয়েকটি বিক্ষিপ্ত অক্ষর নয়? এ লোকটি যে ইংরেজি কয়েকটি বর্ণমালা তার নামের শুরুতে ব্যবহার করল, এটা সম্পূর্ণ অর্থহীন ভাবে নয়; কোনো না কোনো উদ্দেশ্য করেই তা করেছেন। অর্থহীন ভাবে নয়।

সুতরাং বিশেষ ক্ষেত্রে বর্ণমালার বিক্ষিপ্ত অক্ষরগুলোকে অর্থ উদ্দেশ্য করেও ব্যবহার করা যায়।

তেমনিভাবে আল্লাহপাক রাব্বুল আলামীন পবিত্র কুরআনের বিভিন্ন সূরার শুরুতে এ জাতীয় কতিপয় অক্ষরকে ব্যবহার করেছেন। নিছক

অর্থহীন ভাবেই ব্যবহার করেন নি বরং আল্লাহ নিশ্চয় কোনো না কোনো অর্থ উদ্দেশ্য করে ব্যবহার করেছেন।

এবার প্রশ্ন জাগে, তাহলে আল্লাহ কোন অর্থ উদ্দেশ্য করে অক্ষরগুলো ব্যবহার করেছেন?

এ ব্যাপারে আল্লাহ রাসূলকে নিষেধ করে দিয়েছেন, আমি কোনো অর্থ উদ্দেশ্য করে অক্ষরগুলো ব্যবহার করেছি, তা দুনিয়ার জীবনে কোনো মানুষকে জানতে দেওয়া হবে না। মানুষের নিকট প্রকাশ করা নিষেধ।

আবার প্রশ্ন জাগে। যে অক্ষরগুলোর অর্থ আমাদের জন্য দুনিয়ার জীবনে আমাদের জন্য জানা নিষেধ, সেই অর্থ আমরা যেহেতু জানতেই পারব না, সে অক্ষর আমাদের শুনিয়ে লাভ কি?

আমাদের সামনে উল্লেখ করে লাভ কি? কোন উদ্দেশ্য নিয়ে আল্লাহ এগুলো উল্লেখ করলেন?

আরেক প্রশ্ন হল, আল্লাহ যে এসকল অক্ষরের অর্থ জানতে দেন নি তার কারণ কি?

দুনিয়ার জীবনে মানুষের জন্য এর অর্থ জানার দ্বারা কোনো মঙ্গল নেই। পরকালের জীবনে জানলে মঙ্গল হবে। এ জন্য পরকালের জীবনে জানান হবে।

দুনিয়ার জীবনে এই অক্ষরগুলোর অর্থ জানার মধ্যে কোনো মঙ্গল নেই।  
এজন্য দুনিয়ার জীবনে তাদেরকে জানান হয়নি।

এ জন্য প্রায় তাফসীরের কিতাবে আপনারা লেখা দেখতে পাবেন, الم, حم, يس, طه এ সমস্ত অক্ষরের ব্যাখ্যায় লেখা আছে,

اللہ اعلم بمراده

“এগুলোর অর্থ আল্লাহই ভাল জানেন”

এমন লেখা আছে।

কেন এমনভাবে লেখা হয়? যেহেতু এর অর্থ দুনিয়ার জীবনে কাউকে জানান হয় নি। কোনো মানুষ জানে না।

অনুমান করে কোনো কোনো মানুষ অর্থ বলতে চায়। যেমন- সূরা  
 ফা, লাম, মিম

কেউ যদি অনুমান করে বলতে চায় যে,

الف বলতে আল্লাহ বুঝানো হয়েছে

لام বলতে জিবরাইল বুঝানো হয়েছে মিম

বলতে মুহাম্মদ বুঝানো হয়েছে।

এটা শুধুই তার অনুমান; নিশ্চিত অর্থ নয়।

তাফসীরের পরিভাষায় এরকম আনুমানিক অর্থকে تاویل (তাবীল) বলে। আর নিশ্চিত অর্থকে تفسیر (তাফসীর) বলে।

এই হল, তাফসীর ও তাবীলের পার্থক্য।

এ সমস্ত আলোচনা তাফসীরের ছাত্রদের জানা দরকার আর তারা বুঝবেও।

আপনাদের জন্য জানা দরকারও না আর আপনারা বুঝবেনও না।

যেমনভাবে الف , لام , মিম এর অনুমান করে যদি অর্থ করে, সেটা নিছক অর্থ বলে গণ্য হবে; আল্লাহর উদ্দেশ্য অর্থ বলে গণ্য হবে না।

যেমনভাবে যে লোকটা তার নিজের নামে লিখল- এ. টি. এম মুস্তফা কামাল। তার নাম আসলেই মুস্তফা কামাল। কিন্তু শুরুতে লেখল- এ. টি. এম।

আপনি অনুমান করে বলতে পারেন ‘এ’ দ্বারা আবু বুঝানো উদ্দেশ্য, ‘টি’ দ্বারা তোফায়েল অর্থ উদ্দেশ্য, ‘এম’ দ্বারা মুহাম্মদ অর্থ বুঝানো তার উদ্দেশ্য। আসলে তার পূর্ণ নাম আবু তোফায়েল মুহাম্মদ মুস্তফা কামাল।

আপনি বলতে পারেন এমন। কিন্তু সে যদি বলে, আমি আবু তোফায়েল বুঝানোর জন্য এ সকল অক্ষর আনি। আমি আবু তাহের বুঝানোর জন্য এ সকল শব্দ ব্যবহার করেছি, তা হলে আপনার অনুমান বাতিল; তার সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত।

ঠিক তেমনিভাবে আপনারা যদি অনুমান করে বলেন, الف শব্দ আল্লাহ বুঝানোর জন্য ব্যবহার করেছেন, لام শব্দটি আল্লাহ তা‘আলা জিবরাইল শব্দের শেষ অক্ষর লাম থেকে জিবরাইল বুঝানোর জন্য ব্যবহার করেছেন। মিম অক্ষরটিকে محمد (মুহাম্মদ) থেকে নিয়ে মুহাম্মদ অর্থ উদ্দেশ্যে নিয়েছেন, তা হলে এটা আপনার অনুমান।

পরকালে যদি আল্লাহ বলেন আমি এটি বুঝাবার জন্য ব্যবহার করিনি; আমি ঐটি বুঝানোর জন্য ব্যবহার করেছি। তখন আপনার অনুমানটা বাতিল সাব্যস্ত হয়ে যাবে।

প্রথম কথা হল, বিভিন্ন সূরার শুরুতে যে আল্লাহ এ ধরনের কিছু বিক্ষিপ্ত অক্ষর উল্লেখ করেন, এগুলো আসলে অর্থ বিহীন নয়।

আমাদের সকলের জন্য যেটা জানা দরকার,

বুঝা দরকার,

স্মরণ রাখা দরকার,

বিভিন্ন সূরার শুরুতে আল্লাহ যে কতগুলো বিক্ষিপ্ত অক্ষর উল্লেখ করেন, আসলে এগুলো কি অর্থহীন, না আল্লাহ কোনো না কোনো অর্থ নেওয়ার জন্য ব্যবহার করেন?

আসলে কি অর্থহীনভাবে কুরআনে কোনো অক্ষর ব্যবহার হয়? না কোনো না কোনো অর্থ উদ্দেশ্য করে? (কোনো না কোনো অর্থ উদ্দেশ্য করে)

সুতরাং কুরআনের কোনো অক্ষর অর্থহীন নয়। কুরআনের কোনো নুকতা, যের, যবর, অর্থহীন ভাবে নয়।

দুনিয়ার জীবনে যেহেতু এগুলোর অর্থ জানতেই দেওয়া হবে না, তা হলে উল্লেখ করারই দরকার কি ছিল? এ হল আরেক প্রশ্ন।

এ প্রশ্নের দুইটি জবাব।

প্রথম জবাব : হয়তো বিশেষ কোন কৌশলগত কারণে দুনিয়ায় এগুলোর সুনির্দিষ্ট অর্থ তোমাদেরকে জানতে দেওয়া হয়নি কিন্তু কুরআনের অংশ সাব্যস্ত করে তোমাদেরকে কুরআন তিলাওয়াতের সাওয়াব হাসিলের সুযোগ করে দেওয়া হয়েছে।

হাদীস শরীফে আল্লাহর রাসূল সা. বলেন- “কুরআন তিলাওয়াতের প্রতিটি অক্ষরে ১০টি করে সাওয়াব পাওয়া যায়। আল্লাহর রাসূল উদাহরণ দিয়ে বলেন,

এখানে ৩টি অক্ষর আছে। الف অক্ষর টা তিলাওয়াত করার দ্বারা ১০টি নেকী পাওয়া যাবে, ম অক্ষরটা তিলাওয়াতের দ্বারা আরও ১০টি

নেকী পাওয়া যাবে, ميم অক্ষরটি তিলাওয়াতের দ্বারা আরও ১০টি নেকী পাওয়া যাবে।

যদিও বিক্ষিপ্ত অক্ষরগুলোর সুস্পষ্ট অর্থ আমাদেরকে জানতে দেওয়া হয়নি, তারপরও উল্লেখ করার একটা উপকারিতা হল, তিলাওয়াতের সাওয়াব পাওয়া যাবে।

দ্বিতীয় জবাব : এ অক্ষরগুলো উল্লেখ করার আরেকটি বিশেষ উদ্দেশ্য হল, আল্লাহর কালাম পবিত্র কুরআন শুধু বুঝলে মান, না না বুঝলেও মান এর দ্বারা তোমার ঈমান পরীক্ষা করা হবে।

আপনারা কি মনে করেন, আল্লাহর কুরআনের কথা আমরা বুঝে মানব? না, বুঝে না আসলে মানব না। এমন ঈমান কি কুরআনের প্রতি মুমিনের থাকা দরকার? নাকি বুঝলেও মানব, না বুঝলেও মানব, এমন ঈমান থাকা দরকার? (বুঝলেও মানব, না বুঝলেও মানব, এমন ঈমান থাকা দরকার)

আল্লাহর কুরআন সত্য, আল্লাহর কুরআন সঠিক, আল্লাহর কুরআনের সবগুলো কথা বাস্তব। আমি বুঝলেও মানব, না বুঝলেও মানব।

সুতরাং ৩টি অক্ষরের সুস্পষ্ট অর্থ তোমাকে বুঝতে দিলাম না তোমাকে পরীক্ষা করব তুমি কি শুধু বুঝলে মান নাকি না বুঝলেও মান -এখানে হবে তোমার ঈমানের পরীক্ষা।

বুঝে থাকলে বলুন, বিক্ষিপ্ত অক্ষরগুলো বিভিন্ন সূরার শুরুতে আনার রহস্য আছে কি নাই?

(আছে)।

এর মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ রহস্য হল, ঈমানের পরীক্ষা নেওয়া যে, তুমি কি শুধু বুঝলেই মান, না, না বুঝলেও মান -তা পরীক্ষা করে দেখা।

কুরআন সঠিক, এটা কি শুধু বুঝে বল? না, না বুঝেও কুরআন সঠিক বলে মান -এ মর্মে তোমাদের ঈমান পরীক্ষা করা হবে।

সামনের কথা বুঝার জন্য এ কথাটা মজবুতভাবে আমাদের ধরে রাখতে হবে যে, কুরআনের কোনো কথা আমরা বুঝলেও এটাকে সঠিক বলে মানবো, না বুঝলেও কুরআনের কথাগুলোকে সঠিক বলে মানবো। যারা মানতে পারে, তারাই মুমিন-মুসলমান হতে পারে।



যারা বলে, কুরআনের কথা আমার বুঝে আসলে মানি, বুঝে না আসলে মানি না, তারা সত্যিকারের মুমিন মুসলমান হতে পারে না।

বর্তমান সমাজের বহু মুসলমান এমনও আছে, যারা কুরআনের কথা না বুঝলে মানবে দূরের কথা, বুঝলেও মানে না।

কোনো কোনো কথা মোটেই বুঝে না, এজন্য মানে না; কোনো কোনো কথা আংশিক বুঝে না, সেই জন্য মানে না, কোনো কোনো কথা ষোল আনাই বুঝে, তারপরও মানে না।

বলুন তো না মাননেওয়ালা কয় দল হল? কুরআন না মাননেওয়ালা ৩ দল।

একদল কুরআনের এমন কিছু কথা আছে, যা মোটেই বুঝে না এ জন্য মানে না।

আরেক দল কুরআনের এমন কিছু আছে, কিছু বুঝে কিছু বুঝে না, এজন্য মানে না।

আরেক দল কুরআনের এমন কিছু কথা আছে, যা ১৬ আনাই বুঝে না। এজন্য মানে না।

আমরা এখানে যারা আছি, এই ৩ দলের কেউ আছে কি না, তা যাচাই করার জন্য আমি একটি উদাহরণ আপনাদের সামনে পেশ করব।

কুরআন শরীফের সূরায়ে আহযাব এর ৩৩ নম্বর আয়াতে আল্লাহ বলেন-

وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى

অর্থাৎ হে নবীর বিবির আরা মুসলমানের নারীরা! তোমরা তোমাদের বসবাসের ঘরে থাক।

নবীর বিবিদেরকে (যারা বর্তমান দুনিয়াতে নেই) এবং সমস্ত মুসলমান নারীদেরকে (যারা বর্তমান দুনিয়াতে আছে, ভবিষ্যতে দুনিয়াতেও থাকবে) তাদের আল্লাহ বলেন-

তোমরা তোমাদের বসবাসের ঘরে থাক। কথা বুঝে আসে নি? আংশিক বুঝে আসে নি? না ১৬ আনাই বুঝে আসে? বলুন মানে কয় জনে?



যারা যারা মানে না তারা ৩ নম্বর দলে আছে। কুরআনের কথা ১৬ আনাই বুঝে তারপরও মানে না, বরং এর বিরুদ্ধে সব সময় সোচ্চার।

মুসলমানের নারীরা তাদের বসবাসের ঘরে থাকবে, বসবাসের ঘর কি নারীদের বন্দীশালা?

কখনও না।

বসবাসের ঘর নারীদের বন্দীশালা নয়। যদি বন্দীশালা না হয়, তা হলে নারীরা সেখানে থাকবে কেন? এ প্রশ্নের দুই জবাব।

এক নম্বর জবাব হল, বসবাসের ঘর নারীদের কর্মস্থল, বন্দীশালা নয়।

দুই নম্বর জবাব হল, বসবাসের ঘরে থাকা ইভটিজিং সমস্যার সমাধান।

একটু পরে ইনশাআল্লাহ আমরা বুঝতে চেষ্টা করব-

ইভটিজিং কি?

ইভটিজিং কেন হয়?

ইভটিজিং সমস্যার সমাধান কী?

তার প্রতিরোধের ব্যবস্থা কি?

তা হলে মুসলমান নারীদেরকে আল্লাহ তা'আলা ঘরে থাকার নির্দেশ দিয়েছেন সূরা আহযাবের ৩৩ নম্বর আয়াতে।

কয় কারণে?

(দুই কারণে)

১ নম্বর : বসবাসের ঘর নারীদের কর্মস্থল।

২ নম্বর : বসবাসের ঘরে থাকাটা ইভটিজিং সমস্যার সমাধান।

এবার একটি একটি করে কারণগুলো বুঝার চেষ্টা করব।

নারীদের জীবনে আল্লাহ তা'আলা এমন কিছু কাজ দিয়েছেন, যে কাজগুলো দুনিয়ার কোনো পুরুষ করার মত ক্ষমতা রাখে না। যেমন-

এক. সন্তান গর্ভে ধারণ করার কাজ একতরফা ভাবে আল্লাহ তা'আলা নারীদেরকেই দিয়েছেন, দুনিয়ার কোনো পুরুষের সেই কাজ সমাধা করার মত ক্ষমতা নেই।

দুই. সন্তান প্রসব করার কাজ একতরফা ভাবে নারীর দায়িত্ব।

তিন. সন্তানকে দুই বৎসর পর্যন্ত স্তনের দুধপান করানোর দায়িত্ব একচেটিয়া নারীর হাতে অর্পিত।

চার. সন্তান যত দিন নিজে নিজে চলা-ফেরা করতে না পারে, ততদিন পর্যন্ত সন্তানের লালন-পালন সেবা শশ্রুসার দায়িত্ব একচেটিয়া নারীর হাতে অর্পিত।

পাঁচ. সন্তান গর্ভেও নিল না, লালন-পালন করল না, প্রতিটি মাসের ঋতুস্রাবের ঝামেলা সহ্য করার একতরফাভাবে নারীরই দায়িত্ব।

আপাতত নারীদের একতরফাভাবে কতগুলো দায়িত্বের কথা আমরা পাইলাম। এ দায়িত্বগুলো শুধু নারীদেরই আছে, পুরুষদের নাই।

মাসিক ঋতুস্রাবের সময় সারাদিন অফিসের চেয়ারে বসা সুবিধা, না বসবাসের ঘর সুবিধা?

(বসবাসের ঘর সুবিধা)।

সন্তান গর্ভে নিয়া রাস্তায় হাঁটা সুবিধা, না বসবাসের ঘর সুবিধা?

সন্তান প্রসবের সময় সংসদ ভবন সুবিধা, না বসবাসের ঘরে থাকা সুবিধা?

সন্তানকে স্তনের দুধ পান করানোর সময় গাড়ীর ড্রাইভিং সিট সুবিধা. না বসবাসের ঘর সুবিধা?

সন্তানকে খাওয়ানো, ঘুম পাড়ানো, পেশাব পায়খানা করানো, এগুলোর জন্য পথে-ঘাটে, হাটে-মাঠে, শহরে-বন্দরে থাকা সুবিধা, না বসবাসের ঘরে থাকা সুবিধা?

এবার বলুন তো সূরা আহযাবের ৩৩ নম্বর আয়াতে আল্লাহ মুসলমান নারীদের বসবাসের ঘরে থাকতে বলেছেন বন্দীশালা হিসেবে না কর্মস্থল হিসেবে?

কর্মস্থল হিসেবে।

অযৌক্তিক?

জী না।

আল্লাহ যে নির্দেশ দিলেন নারীদের বসবাসের ঘরে থাকার, তা কী-  
যৌক্তিক?

চুড়ান্তভাবে যুক্তিসংগত।

এরপরও অনেক মুসলমান মানতে রাজী নয়।

এবার বলুন, সুস্পষ্ট অর্থ বোধক চুড়ান্ত যুক্তি সংগত কথাও যদি কোনো নামধারী মুসলমান মানতে রাজি না হয়,তাকে অবশ্যই বলতে হবে, তুমি কিসের জন্য মুসলমান?

সুস্পষ্ট কথা কুরআনের, চুড়ান্ত যুক্তিসংগত কথা কুরআনের। তারপর তুমি যদি মানতে না চাও, তুমি কোন কাজের মুসলমান? তোমাকে মুসলমান বলা হবে কেন?

পক্ষান্তরে দুনিয়ার কোনো পুরুষের এ ডিউটিগুলো নেই।

ঢাকার কোনো পুরুষের থাকলে বলতে পারেন,

সন্তান গর্ভে ধারণের ডিউটি কোনো পুরুষের নেই। সন্তান প্রসবের ডিউটিও কোনো পুরুষের নেই।

সন্তানকে স্তনের দুধ পান করানোর ডিউটিও কোনো পুরুষের নেই।

এটা কত বৎসর মেয়াদী ডিউটি?

২ বছর মেয়াদী।

স্তনের দুধ পান করানোর ডিউটিটা কত বছরের ডিউটি? ২ বছরের।

সন্তানকে লালন-পালন করার ডিউটিও কোনো পুরুষের নেই, এটা ৭ বছর মেয়াদী ডিউটি। তা হলে পুরুষ করবে কি? পুরুষের কাজ কি?

নারীর যে সকল ডিউটি, তার জন্য উপযুক্ত স্থান হল, তাদের ঘর। এ জন্য আল্লাহ নারীদেরকে তাদের ঘরে থাকতে বলেছেন।

পুরুষের কাজ কি? আল্লাহ রাব্বুল আলামীন বলেন—

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ  
وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ

পুরুষের ১ নম্বর ডিউটি কর্তৃত্ব করা।

ঋতুস্রাবের ডিউটি নিয়া কর্তৃত্ব করবে?

সন্তান গর্ভে নিয়া কর্তৃত্ব করবে?

সন্তানকে স্তনের দুধ পান করাতে করাতে কর্তৃত্ব করবে? সন্তানকে পেশাব পায়খানা করাতে করাতে কর্তৃত্ব করবে? নাকি এই ডিউটিগুলো যাদের নাই কর্তৃত্ব তাদের কাজ?

এই ডিউটিগুলো যাদের নেই, কর্তৃত্ব তাদের কাজ। পুরুষের একটা ডিউটি পেলাম কর্তৃত্ব করা।

২ নম্বর উপার্জনের জন্য শ্রম খাটবে পুরুষ। পুরুষের উপার্জিত সম্পদের দ্বারা নারীগণ সারা জীবনভর লালিত-পালিত হবে। উপার্জনে শ্রম খাটা পুরুষের দায়িত্ব। পুরুষের উপার্জনে লালিত-পালিত হওয়া নারীর অধিকার। বলুন শ্রম খাটার নাম অধিকার না দায়িত্ব?

দায়িত্ব।

ভোগ করার নাম দায়িত্ব না অধিকার।

অধিকার।

উপার্জনে শ্রম খাটার দায়িত্ব কার?

পুরুষের।

আর উপার্জিত সম্পদ ভোগ করার অধিকার কার? নারীর।

কথাটা পরিষ্কার বুঝতে পারছেন?

জী।

নারীকে যদি শ্রম খাটার জন্য পাঠানো হয় আর বলা হয়, তোমাদের অধিকার দিলাম-

অধিকার দিল, না দায়িত্ব দিল?

দায়িত্ব দিল।

উচিৎ দায়িত্ব দিল, না আবার ডিউটি দিল?

দায়িত্বকে বলে অধিকার।

সংসারে উপার্জন করবে, এটা কি স্বামীর অধিকার না দায়িত্ব?

পুরুষের উপার্জিত সম্পদ মহিলা সারা জীবন ভোগ করবে, এটা কি নারীর অধিকার, না দায়িত্ব?

এটা তার অধিকার।

এ কথাটা যদি মহিলাকে বলা হয়, আমার উপার্জিত সম্পদ ভোগ করতে দেওয়া যাবে না, তুমি নিজে উপার্জন কর, এটা কি অধিকার হবে, না ওভার ডিউটি হবে?

ওভারডিউটিকে অধিকার বলা কি বাটপারী নয়?

আরেকটা বাটপারী হল, নারীর কোনো ডিউটি করতে তো পারেই না, বরং নিজের দায়িত্বটাও নারীর উপর চাপিয়ে দেয়।

আমি জিজ্ঞাসা করি, যে সমস্ত পুরুষেরা নারীর কাজ তো করতে পারেই না, নিজের কাজটাও করাতে চায়, এরা কি দুনিয়াতে আসলো ঘোড়ার ঘাস কাঁটতে?

তোমরা দুনিয়াতে আসছো কেন?

কি ডিউটিটা তোমাদের দুনিয়াতে?

নিজের কাজটাও নারীকে দিয়ে করালে নারীর কাজটাও করতে পারবা না তুমি? তুমি দুনিয়াতে আসছো কি ঘোড়ার ঘাস কাটার জন্য? এ সকল পুরুষেরা কাজের, না নিষ্কর্মা?

যে সকল পুরুষেরা নারীর কাজ করতে পারে না, বরং নিজেরটাও নারীর দ্বারা করায়, এদের মত নিষ্কর্মা মানুষ দুনিয়াতে হতে পারে না।

আর যে সমস্ত নারীরা নিজের ডিউটি তো পুরুষদের দিতে পারেই না, উপরন্তু পুরুষের ডিউটি নিজে মাথা পেতে নিতে চায়, এদের মতো বোকারাম নারী আর দুনিয়াতে হতে পারে না।

যত ভাবেই বুঝান না কেন, কানে তুলা দিয়ে বসে থাকবে। বুঝানো কোনো কাজে আসবে না।

কচু পাতায় পানি ঢাললে কি হয়?

পড়ে যায়।

কচু পাতায় সারাদিন যেমন পানি ঢাললেও ঢালনেওয়ালার মেহনত হবে কিন্তু পাতা কখনো ভিজবে না,

ঠিক তেমনভাবে কুরআন বিদ্রোহী যারা, এদেরকে সারা জীবন বুঝালেও বুঝানোওয়ালার প্রতিদান আল্লাহর কাছে ঠিকই আছে, কিন্তু কুরআনের পানি এদের অন্তরকে ভিজাতে পারে না।

এখন প্রশ্ন হল, বসবাসের ঘর নারীর কি? কর্মস্থল। বন্দীশালা নয়তো?  
জী না।

তা হলে বসবাসের ঘরে তথা কর্মস্থলেই থাকবে। বাহিরে কি কখনও  
যাবে না?

সংসদ ভবন এম. পি মন্ত্রীদের কর্মস্থল। এর বাহিরে কি কখনো যায় না?  
বিদ্যালয়, স্কুল কলেজের ঘরগুলো ছাত্র-শিক্ষকের কর্মস্থল, তার বাহিরে কি  
যায় না? দোকান ঘরগুলো ব্যবসায়ীদের কর্মস্থল, এর বাহিরে কি তারা  
কোনো দিন যায় না?

তা হলে বসবাসের ঘর যদি নারীদের কর্মস্থল হয়ে থাকে, তা হলে এরা  
কি বাড়ীর বাইরে যেতে পারবে না?

আল্লাহ বলেন, পারবে তো পারবে একশ বার পারবে। কিন্তু এমনভাবে  
যেতে পারবে না, যেভাবে গেলে ইভটিজিং সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়। এ  
কথাটা আল্লাহর ভাষায়—

وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى

হে নবীর বিবির! আর মুসলমানের নারীরা! তোমরা তোমাদের  
বসবাসের ঘরে থাক। কোন কারণে?

১ নম্বর : কর্মস্থল,

২ নম্বর : ইভটিজিং সমস্যা।

যতক্ষণ বসবাসের ঘরে থাকবে, ততক্ষণ ইভটিজিং এর কোনো চাপই  
নাই।

আর যেহেতু এটা তোমার বন্দীশালা নয়; তোমার কর্মস্থল। সকল  
কর্মিরা যেমন বাইরে আপন প্রয়োজনে যেতে পারে। হে মুসলমান নারীরা,  
তোমরাও তোমাদের বসবাসের ঘরের বাইরে তোমার প্রয়োজনে যেতে  
পার। কিন্তু যেতে হবে এমনভাবে যেন বাইরে আবার সমস্যা না আসে।

এবার বুঝুন, ইভটিজিং কী ও তার সমাধান কি

বাংলাদেশে যত বিপদ নাযিল হয়েছে, তার মধ্যে একটা হল ইভটিজিং  
সমস্যা।



বাংলাদেশে নতুন নতুন নাযিল হওয়া বিপদগুলোর মধ্যে আরেকটা হল ফাউন্ডেশনের ডি. জি।

আরেকটা বিপদ হল, বাইতুল মুকাররমের খতীব।

আরেকটা বিপদ হল, ইভটিজিং সমস্যা।

বাংলাদেশে নাযিল হওয়া নতুন নতুন সমস্যার মধ্যে ইভটিজিং হল একটা বিপদ। বর্তমান জটিল একটা বিপদ। বর্তমান ডি. জি একটা বিপদ। কোনটা কোন কারণে বিপদ এটা তো বুঝা দরকার।

খতীবা যে কারণে বিপদ, তার মতো একটা গন্ডমুখ মনে হয় বাংলাদেশে আর একজন নেই। এই গন্ডমুখটা ঈদের নামাযের নিয়মও জানে না।

মুখস্ত বলছি না, প্রমাণ আছে। যে লোকটা ঈদের নামায পড়ানোর নিয়ম জানে না, সে বায়তুল মুকাররমের ইমাম হবে দূরের কথা, পাঞ্জিগানা মসজিদের ইমাম হওয়ার যোগ্যতা রাখেনা।

সুতরাং এর মতো গন্ডমুখ দুনিয়ার আর কোথাও মনে হয় নাই।

এ পরিমাণ মুখ যে, সে সদকায়ে ফিতিরের পরিমাণও জানে না।

এগুলো মুখস্ত বলছি, না প্রমাণ আছে। সে এত বড় গন্ড মুখ বর্তমান জাতীয় মসজিদের খতীব সালাহউদ্দীন ইসলামী জ্ঞানে এত মুখ, না জানে ঈদের নামাযের নিয়ম-কানুন, না জানে সদকায়ে ফিতিরের পরিমাণ।

এ রকম একটা গন্ডমুখকে ১৪ কোটি মুসলমানের জাতীয় মসজিদের খতীব হিসেবে নিযুক্ত করা জাতীয় মসজিদের কলংক কি না?

১৪ কোটি মুসলমানের কলংক কি না?

২য় বৃহত্তম মুসলিম রাষ্ট্র বাংলাদেশের কলংক কি না? বাংলাদেশ সরকারের কলংক কিনা?

বাইরের আরও অর্ধশত মুসলিম রাষ্ট্রের কোটি কোটি মুসলমান যখন জানতে পারবে, ১৪ কোটি মুসলমানের বাংলাদেশ সরকার এ রকম এক জন গন্ডমুখকে খতীব নিযুক্ত করে রেখেছে,

তখন ঐ সমস্ত দেশের কোটি কোটি মুসলমানেরা বাংলাদেশের সরকারকে ধিক্কার দিবে কি না?

জী।



অতএব এই গন্ডমুখটি সরকারের জন্য কলংক;

এই গন্ডমুখটি বাংলাদেশের জন্য কলংক;

এই গন্ডমুখটি ১৪ কোটি মুসলমানের জন্য কলংক।

এই গন্ডমুখটি জাতীয় মসজিদের জন্য কলংক।

বাংলাদেশে যত নতুন নতুন বিপদ নাজিল হচ্ছে এর মধ্যে একটা বিপদ খতীব।

আরেকটা বিপদ ডি. জি। এবার শুনুন ডি. জি. বিপদ কেন?

এই লোক ডি. জি হওয়া মাত্রই তার একটা বক্তব্য পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে। আপনারা হয়ত দেখতে পেরেছেন। তার বক্তব্যে সে বলে,

“হিন্দুদের মধ্যে কোনো সন্ত্রাসী নাই, ইহুদিদের মধ্যে কোনো সন্ত্রাসী নাই, খ্রিস্টানদের মধ্যে কোনো সন্ত্রাসী নাই। সন্ত্রাসী শুধু মুসলমানদের মধ্যে।”

আমি জিজ্ঞাসা করতে চাই, কোথায় সন্ত্রাসী আছে, আর কোথায় সন্ত্রাসী নাই, সেটা পরে দেখা যাবে, আগে বল তুমি নিজে মুসলমান কি না?

যদি বল, তুমি মুসলমান হও, তা হলে তোমার কথা মতো তুমি সন্ত্রাসী।

আর যদি বল, তুমি মুসলমান না, তা হলে তোমার মতো একজন বেঈমান ইসলামিক ফাউন্ডেশনের ডি. জি. হওয়ার যোগ্যতা রাখে না।

তারপরে অযোদ্ধার ৪৫০ বছরের পুরাতন বাবরী মসজিদকে ভেঙ্গে টুকরামার করেছে মুসলমান সন্ত্রাসীরা? না হিন্দু সন্ত্রাসীরা?

হিন্দু সন্ত্রাসীরা।

তা হলে বলুন এই ডি. জির চোখের চিকিৎসা করানো দরকার কি না?

ফিলিস্তিনের মুসলমানদের পাখির মতো নির্বিচারে গুলি করে মারছে বছরের পর বছর মুসলমানরা? না ইহুদি সন্ত্রাসীরা?

ইহুদি সন্ত্রাসীরা।

ইরাকের হাজার হাজার মুসলমান নারী শিশু বৃদ্ধ এদেরকে বছরের পর বছর নিরঅপরাধে হত্যা করেছে মুসলমান সন্ত্রাসীরা, না খ্রিস্টান সন্ত্রাসীরা?

খ্রিস্টান সন্ত্রাসীরা।

বাবরী মসজিদ তার জ্বলন্ত প্রমাণ যে, হিন্দুরা সন্ত্রাসী। ফিলিস্তিন তার জ্বলন্ত প্রমাণ যে, ইহুদিরাই সন্ত্রাসী।

ইরাক তার জ্বলন্ত প্রমাণ যে, খ্রিস্টান হল সন্ত্রাসী।

আজ পর্যন্ত কোনো মন্দির বা গির্জা ১৪ কোটি মুসলমান নির্মূল করে নাই, বা ভাংগে নাই, চুরমার করবে তো দূরের কথা। একটা আঘাত পর্যন্ত করে নাই। এটাই জ্বলন্ত প্রমাণ, মুসলমান সন্ত্রাসী নয়। মুসলমানদের মাঝে কোনো সন্ত্রাস নাই।

বাংলাদেশের নাগরীকদের মধ্যে হিন্দু আছে কি নাই?

আছে।

সংখ্যাগরিষ্ঠ না লঘু?

লঘু।

এদের মন্দির আছে কি না?

আছে।

সকল মুসলমান বলুন, আপনারা কোনো মন্দির চুরমার করেছেন মসজিদ নির্মাণ করার জন্য?

জী না। চোখে আঙ্গুল দিয়ে কি দেখাতে হবে যে, মুসলমানদের মাঝে যে সন্ত্রাসী হয় না?

বাংলাদেশের ১৪ কোটি মুসলমান আজ পর্যন্ত সংখ্যালঘু হিন্দুদের কোনো মন্দির চুরমার করবে তো দূরের কথা, একটি পাথরের টিল পর্যন্ত ছুড়ে নাই। কেন?

ইসলাম ধর্ম পুরা সহনশীল।

হিন্দুরা বাবরী মসজিদ চুরমার করেছে কেন? এদের ধর্ম পুরাপুরি সহনশীল নয়।

ইহুদিরা সন্ত্রাসী হামলায় বিনা বিচারে হত্যা করেছে কেন? এদের ধর্ম পুরাপুরি সহনশীল নয়।

খ্রিস্ট ধর্ম পুরাপুরি সহনশীল নয়।

একমাত্র ইসলাম ধর্ম পুরাপুরি সহনশীল-বাস্তব প্রমাণ বাংলাদেশের মন্দিরগুলো।

বর্তমান বাংলাদেশে যেসব নতুন নতুন বিপদ নাজিল হচ্ছে এর মধ্যে একটা বিপদ খতীব, আরেকটা বিপদ ডি. জি।

এবার বলুন যে লোকটা বলতে পারে,

“ইহুদিদের মাঝে সন্ত্রাসী নাই, হিন্দুদের মাঝে সন্ত্রাসী নাই, খ্রিস্টানদের মাঝে সন্ত্রাসী নাই, সন্ত্রাসী কেবল মুসলমানদের মাঝে।”

সেই লোকটিকি সত্যিই মুসলমান, না ইহুদি খ্রিস্টানের দালাল?

ইহুদি-খ্রিস্টানের দালাল।

ইহুদি-খ্রিস্টানের উলঙ্গ নারীদের সেখানে এনে নাচাবে, এতে আশ্চর্যের কি আছে?

কামারকে যদি বলে, আমাকে নাকের ফুল বানিয়ে দাও, সে যদি তোমার নাকে কুড়াল লটকিয়ে দেয়, এতে আশ্চর্যের কি আছে?

ঠিক তেমনিভাবে ইহুদি-খ্রিস্টানদের দালালকে যদি ডি. জি. বানানো হয়, তা হলে ইহুদি-খ্রিস্টান নারীদের উলঙ্গ করে নাচানো ছাড়া আর কি আশা করা যায়, ইহুদি-খ্রিস্টানের দালালের কাছে?

সুতরাং এই ডি. জি.-ও ইসলামিক ফাউন্ডেশনের কলংক।

১৪ কোটি মুসলমানের কলংক।

বাংলাদেশের কলংক।

বাংলাদেশ সরকারের কলংক।

বলুন, সরকারের ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ণ করেছে কি না?

আমরা চাই, যে কোনো দল সরকার হোক, বাংলাদেশের ভাবমূর্তি বিশ্ব বাসীর নিকট সমুন্নত হোক।

আমরা চাই সরকারের ভাব মূর্তি ক্ষুণ্ণ না হোক।

ডি. জির কারণে ক্ষুণ্ণ হচ্ছে কি না?

সরকার মহদোয় আমরা চাই আপনার ভাব-মূর্তি ক্ষুণ্ণ না হোক।

ইফার ডি. জি আপনার ভাব-মূর্তি ধুলিস্যাত করে ফেলেছে। এ কারণে আপনার ভাবমূর্তি সমুন্নত রাখতে এ সকল বিপদগুলোকে অপসারণ করা দরকার।

৩ নম্বর বিপদ ইভটিজিং : আসুন আমরা জানি তার অর্থটা কি?

‘ইভ’ অর্থ নারী ‘টিজিং’ উত্তুক্ত (জর্জরিত করা, যৌন হয়রাবী)।

নারীদেরকে বখাটে ছেলেরা রাস্তায় পাইলেই অশ্লীল কথাবার্তা বলে জর্জরিত করে। এটাকে ইংলিশে ইভটিজিং বলা হয়।

আমি আপনাদেরকে জিজ্ঞাসা করতে চাই। পর্দানশীল নারীদের পেলে বখাটেরা উত্তুক্ত করে?

জী না।

তা হলে কখন করে?

বেপর্দা পেলে।

এজন্য আল্লাহপাক রাব্বুল আলামীন সূরা আহযাবের ৩৩ নম্বর আয়াতে বলেন- “নারীরা বসবাসের ঘরে থাক” এটা তোমাদের কর্মস্থল, আর প্রয়োজনে যদি বাহিরে যাও উত্তুক্তের শিকারে যাতে না হয়, তোমাদেরকে যেন ইভটিজিং এর শিকারে পরিণত হতে না হয়, এজন্য বেহায়া প্রদর্শনী করে রাস্তায় বের হইও না মুসলিম নারীরা! দেহ আবৃত করে পর্দা করে রাস্তায় বের হও। কোনো ইভটিজার তোমাদের সাথে ইভটিজিং করতে পারবে না।”

তা হলে আরেক নতুন বিপদ বাংলাদেশে ইভটিজিং। এর সমাধান কুরআনে আছে?

জী।

সমাধান কুরআনে থাকলে কি হবে?

১৬ আনা বুঝলেও মানবে না.....

না মানলে পরিণতি কি হবে, তা বুঝার জন্য একটি উদাহরণ দিচ্ছি।

শুটকি তথা শুকনা মাছ চিনেন? বিড়াল কোন জিনিসটা খেতে ভাল পায়?

রসমালাই? না শুটকি?

শুটকি।

কৃষক বাজার থেকে শুটকি কিনে নিল। রাতে বিড়াল যেখানে ইঁদুরের সন্ধানে ঘুরাফেরা করে, সেখানে শুটকিগুলো ছড়িয়ে দিল।

বিড়ালের দৃষ্টি থেকে আড়ালে, না বিড়ালের নাকের ডগায়?

বিড়ালের নাকের ডগায়।

বিড়ালের নাকের ডগায় যখন গুটিকিগুলো ছড়িয়ে দিল। কৃষকের স্ত্রী বলল, বিড়ালের নাকের ডগায় গুটিকিগুলো রাখছ, এগুলো সব বিড়াল খেয়ে ফেলবে। কৃষক বলে, একটা গুটিকিও খাবে না। বিড়ালের বিরুদ্ধে কঠোর আইন জারি করব।

বিড়ালকে সম্বোধন করে বলল, দেখো তোমার সামনে গুটিকিগুলো রাখলাম, এগুলো তুমি খাওয়ার জন্য আনিনি, আমি খাওয়ার জন্য এনেছি। যদি তুমি একটা গুটিকি খাও, তা হলে ১০টি বেত্রাঘাত করা হবে। ২টি গুটিকি খেলে ২০ টি বেত্রাঘাত করা হবে। ৩টি গুটিকি খেলে তোমার পিঠে ৩০টি বেত্রাঘাত করা হবে।

এই আইন করে কৃষক ঘুমাল। ঘুম ভাঙার পর দেখে একটা গুটিকি খাওয়ার কারণে ১০টি বেত্রাঘাত খাওয়ার ভয়ে বিড়াল একটা গুটিকিও খায় নাই, না সবগুলো খেয়ে ফেলেছে?

সবগুলো খেয়ে ফেলেছে।

বিড়ালের নাকের ডগার সামনে গুটিকি ছড়িয়ে দিলে ১০ গুটিকির আইন গেমন বিড়ালের ঠ্যাংগেও মানে না, ঠিক তেমনিভাবে বখাটে ছেলেদের সামনে নারীদেরকে ছেড়ে দিয়ে ইভটিজিং এর বিরুদ্ধে কঠোর আইন বখাটে ছেলেদের ঠ্যাংগেও মানবে না।

তা হলে ইভটিজিং সমস্যার সমাধান কোথায়?

পবিত্র কুরআনে।

এজন্য আল্লাহপাক রাব্বুল আলামীন পবিত্র কুরআনের এক আয়াতে বলেন-

الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ

জিনাকারী ও জিনাকারিনী যদি সাধু ও সতী হয় আর স্বেচ্ছায় জিনা করে, সরকারী আদালতে যদি জিনা সাব্যস্ত হয়, আর তারা যদি অবিবাহিত হয়, তা হলে সরকারের দায়িত্ব ঐ জিনাকারীনী নারীকে ১০০ বেত্রাঘাত করা আর জিনাকার পুরুষকেও ১০০ বেত্রাঘাত করা।

মৌলভীর দায়িত্ব নয়,  
জনগণের দায়িত্ব নয়,  
মুফতীর দায়িত্ব নয়,  
একমাত্র সরকারের দায়িত্ব।

লক্ষ্য করে দেখুন, এই দণ্ডবিধির বর্ণনায় আল্লাহপাক রাক্বুল আলামীঃ যিনাকার পুরুষের নাম আগে বলে নি, যিনাকার মহিলার নাম আগে বলেছেন।

الرَّائِيَّةُ যিনাকারীনী নারী, الرَّائِي ي়িনাকারী পুরুষ।

বলুন আল্লাহ যিনার দণ্ডবিধির বর্ণনা করতে গিয়ে পুরুষের নাম আগে বলেছেন, না নারীর নাম আগে?

নারীর নাম আগে বলেছেন।

কারণ কি?

মুফাসসিরীনে কেলাম তাফসীরের কিতাবে লেখেন। এর কারণ হল, নারী যতক্ষণ পর্যন্ত বেপর্দা হয়ে অসভ্য পুরুষের সামনে না যায়, ততক্ষণ পর্যন্ত অসভ্য পুরুষেরা নারীর শ্লীলতাহানী করবে তো দূরের কথা, মান-ইজ্জত নষ্ট করবে তো দূরের কথা, ইভটিজিং করারও সুযোগ পাবে না।

সুতরাং তুমি বেপর্দা হয়ে অসভ্য পুরুষের সামনে গিয়ে ইভটিজিং এর সুযোগ দিয়েছো, এর পরিণতি তোমাকেই ভোগ করতে হয়েছে।

সুতরাং ইভটিজিং থেকে বাঁচতে হলে মুসলমান নারী মগ থেকে বের হতে হলে পর্দা করে বের হতে হবে। তা হলে ইভটিজিং সমস্যায় পড়তে হবে না।

এসব কথা বুঝালে বুঝে আসে? কিন্তু মানে কয়জন? কুরআন বুঝে শুনে, কিন্তু মানে না, এর কিছু উদাহরণ আপনাদের সামনে পেশ করলাম। কুরআনের কথা অনেকে ভাল ভাবে বুঝে, তারপরও মানে না। আর কিছু মুসলমান আছে ভাল ভাবে বুঝে না, এজন্য মানে না।

আলোচনা শুরু হয়েছিল কোন জায়গা থেকে কোথায় আসল এটা তো মনে রাখতে হবে। হুরুফে মুকাত্তা'আতের অর্থ মোটেই বুঝার উপায় নাই।



ইভটিজিং সমস্যার সমাধান ১৬ আনাই বুঝার ব্যবস্থা আছে।

حروف مقطعات এর অর্থ মোটেই বুঝার উপায় নাই। আর ইভটিজিং সমস্যার সমাধান কুরআনে যা দিয়েছে, তা ১৬ আনাই বুঝার ব্যবস্থা আছে। আর কুরআনে কিছু কথা আছে, যার ১৬ আনা অনেকেই বুঝে না।

এবার এর উদাহরণ বুঝুন। পবিত্র কুরআনের এক সূরার নাম সূরায়ে নিসা তার ১১ নম্বর আয়াতে আল্লাহ বলেন

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ

আল্লাহ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণভাবে তোমাদের নির্দেশ দিচ্ছেন। কী নির্দেশ? তোমাদের কারো পিতা মারা গেলে পিতার তেজ্য সম্পত্তি থেকে তার মেয়ে যে পরিমাণ পাবে, ছেলে তার দ্বিগুণ পাবে।

ইসলামের উত্তরাধিকারী বণ্টন আইনে মৃত পিতার সম্পত্তিতে মেয়ে যে পরিমাণ উত্তরাধিকার পায়, ছেলে তার দ্বিগুণ পায়। এর কারণটা কেউ বুঝে, কেউ বুঝে না।

আপনারা সবাই কি বুঝেন? কেউ বুঝে, কেউ বুঝে না। যারা বুঝে না তারা বলে, মানি না।

কারণ, মেয়ে যেই বাবার সন্তান, ছেলে সেই বাবার সন্তান।

ছেলের মুখ আছে খাওয়া দরকার, মেয়েরও মুখ আছে খাওয়ার দরকার।

ছেলের শরীর আছে পোশাকের দরকার, মেয়েরও শরীর আছে পোশাকের দরকার।

ছেলের জীবন যাপনের জন্য যেমন বাড়ী-ঘরের দরকার, তেমনিভাবে মেয়েরও জীবন যাপনের জন্য বাড়ী ঘরের দরকার।

সুতরাং মেয়ে সিঙ্গেল পাবে কোন যুক্তিতে?

ছেলে ডবল পাবে কোন যুক্তিতে?

তারা বুঝে না; সে কারণে বলে, মানি না। তারা না বুঝার কারণে মানে না।

আর ইভটিজিং সমস্যার সমাধানটা বুঝে-গুনেই মানে না। কিন্তু এ সমস্ত সমস্যায় তারা ভোগে বেশী, তার কারণটাও আপনাদের ভালোভাবে বুঝে নেওয়া দরকার।



আমাদের দেশের সাধারণ মুসলমানেরা যারা অশিক্ষিত বা অল্প শিক্ষিত তারা দর্শন বুঝে না, বিজ্ঞান বুঝে না, যুক্তি বুঝে না। কিন্তু একটা কথা বুঝে যে, আল্লাহ যা বলেছেন, ঠিকই বলেছেন।

কোনো মুর্থ থেকে বড় মুর্থ ব্যক্তি আজ পর্যন্ত বলেনি যে, আল্লাহর এ কথাটা ঠিক না। আমি দুনিয়ার কিছুই বুঝি না, কিন্তু একটা কথা বুঝি, আল্লাহ যা বলেছেন, কুরআনে ঠিকই বলেছেন।

সুতরাং এ সমস্ত কুচক্রান্ত দ্বারা সাধারণ মুসলমানের, অশিক্ষিত মুসলমানের, অল্প শিক্ষিত মুসলমানের ঈমান নষ্ট হয় না। ঈমান নষ্ট হয় তথাকথিত শিক্ষিত-শিক্ষিতা বুদ্ধিজীবীদের।

আমার জানা মতে বাংলাদেশে সর্বপ্রথম পবিত্র কুরআনের সূরা নিসার ১১ নম্বর আয়াত মানি না, বলে আওয়াজ উঠিয়েছে কুখ্যাত তসলিমা নাসরিন।

তসলিমা নাসরিন বলেছিল, আধুনিক বিশ্বে এই কুরআন অচল। কারণ কুরআনে বহু ভুল আছে। এই ভুল উক্তিগুলো নিয়ে কুরআন আধুনিক বিশ্বে চলতে পারে না।

কুরআনের ভুলগুলো সংশোধন করতে পারলে হয়তবা বর্তমান বিশ্বে কুরআন আবারো সচল হতে পারে। কিন্তু কুরআনের এই ভুলগুলো সংশোধন করা না হলে আধুনিক বিশ্বে এই ভুল কুরআন অচল।

যত কারণে তসলিমা কুরআনকে ভুল বলে আখ্যায়িত করেছিল, তার মধ্যে একটা কারণ, তসলিমা বলেন, কুরআন প্রত্যেক পুরুষকে প্রয়োজনে ৪জন করে স্ত্রী রাখার অনুমতি দেয়। কিন্তু একটা নারীকে একের অধিক স্বামী রাখার অধিকার দেয় না।

একটা পুরুষ যদি ৪টা স্ত্রী রাখতে পারে, একটা স্ত্রী কেন ৪টা স্বামী রাখতে পারবে না? এই বৈসম্য কেন কুরআনে? আর কোনো কারণ নাই একটাই কারণ, তা হল নারীদের প্রতি কুরআনের অবিচার।

এ কারণে কুরআন ভুল। যত কারণে তসলিমা কুরআনকে ভুল বলেছে তার মধ্যে এটা একটা কারণ।

এ সমস্ত কথা শুনলে মুর্খরাও বলে নাউযুবিল্লাহ

তসলিমাদের শয়তানি যুক্তিতে মুর্থ লোকের ঈমান নষ্ট হয় না।

অল্প শিক্ষিত লোকের ঈমান নষ্ট হয় না।

তসলিমাদের শায়তানী যুক্তিতে পন্ডিভদের ঈমান নষ্ট হয়। তসলিমার যুক্তি শুনলে অশিক্ষিতরা কি বলে?

নাউযুবিল্লাহ।

পন্ডিভের দল বলে, যুক্তিটা তো খারাপ নয়। এটা কারা বলে?

পন্ডিভেরা।

আপনারা কি মনে করেন এই কুরআন আল্লাহ তা'আলা যখন ১৫ শতবছর পূর্বে নাযিল করছিলেন, মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সা.-এর কাছে, তখন আল্লাহ জানতেন, নবীর ইস্তিকালের ১৫শত বছর পর পৃথিবীর মানচিত্রে বাংলাদেশ বলে একটা দেশ হবে, সেই দেশের এক মহিলা যার নাম হবে তসলিম যে একত্রে ৪ বিবি রাখার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ উত্থাপন করবে, আল্লাহ কি তখনও জানতেন?

জী জানতেন।

সুতরাং এর সমাধান না নিয়াই কুরআনকে কেয়ামত পর্যন্ত অচল বলেছেন, না সমাধান না নিয়া? সমাধান না নিয়া।

সমস্যা নতুন সমাধান না অগ্রিম।

এবার দেখুন অগ্রিম সমাধানটা আল্লাহ কুরআনে, দিয়েছেন। আল্লাহপাক রাব্বুল আলামীন পবিত্র কুরআনের এক আয়াতে বলেন-

نِسَاءَكُمْ حَرَتْ لَكُمْ

তোমাদের স্ত্রীরা তোমাদের সন্তান উৎপাদনের ক্ষেত্রে।

যেমনভাবে ফসল উৎপাদনের ক্ষেত্রে আছে আমাদের, এমন একটা ক্ষেত্রে কৃষক যদি ১জন হয়। একজন কৃষক যদি ৪ ক্ষেত্রে চাষ করে, তা হলে ফসল ভাগাভাগীর কোনো ঝগড়া হওয়ার আশংকা নাই। কারণ, কৃষক একজন, ঝগড়া হবে কার সাথে?

কিন্তু ঘটনাক্রমে ক্ষেত্রে যদি একটা হয় আর কৃষক যদি ৪ জন হয়, আর যদি ৪ জন কৃষক এক ক্ষেত্রে ফসল ফদায়,

এক ক্ষেতে সার দেয়,

৪ জন কৃষক এক ক্ষেতে বীজ বুনে।

ঘটনাক্রমে ক্ষেতটা যদি তরমুজের হয়।

তরমুজ হল শত শত।

এক রাত্রে শিলা বৃষ্টি হয়ে সব তরমুজ ভগ্না হয়ে গেল। কোনো রকমে  
একটা তরমুজ রক্ষা পেল।

এবার বলুন,

ফসল ফলালে কতজন?

৪ জন।

তরমুজ আছে কতটি?

১টি।

এবার বলুন, ফেৎনা হওয়ার সম্ভাবনা আছে কি না?

জী আছে।

ঠিক তেমনভাবে তসলিমাকে যদি তার শয়তানি যুক্তি মতে ৪টা  
লোকের কাছে বিবাহ দেওয়া হয়।

ক্ষেত কয়টা? ১জন।

কৃষক কতজন? ৪জন।

কৃষক ৪জন।

কৃষকরা পানি সেচ দেয়,

বীজ বপন করে।

ফসল ফলবে ৪ মন আলুর মতো? না একটা তরমুজের মতো?

তরমুজের .....?

এই অপমানের হাত থেকে রক্ষা করতে আল্লাহ নারী জাতিকে এক  
সাথে ৪ স্বামী গ্রহণ করতে অনুমতি দেননি।

কুরআনের ভুল না তসলিমার যুক্তি ভুল?

তসলিমার যুক্তি ভুল।

আরেকটা কথা আপনাদের বলি, সর্ব যুগেই দেখা যায়, আদম শুমারীতে পুরুষের তুলনায় নারীর সংখ্যা বেশি। বাংলাদেশের ভোটার তালিকা আপনারা দেখলেই বুঝবেন।

কয়েক বৎসর আগের আদম শুমারি মতে বর্তমান বিশ্বের লোক সংখ্যা দেখানো হয়েছে ৬০০ কোটি। এর মধ্যে ধরুন, কথার কথা (যেহেতু নারী সর্বযুগেই বেশি হয়) বর্তমান মানুষের মধ্যে পৌনে তিনশত কোটি পুরুষ আর সোয়া তিনশ কোটি নারী হয়। আর তসলিমার যুক্তি মতে পৌনে তিনশ কোটি নারী পৌনে তিনশ কোটি পুরুষের কাছে বিবাহ দেওয়া হয়, আরও ৫০ লক্ষ নারী স্বামী ছাড়া রইল কি না?

তসলিমার যুক্তিমতে আরও ৫০ লক্ষ নারী স্বামী ছাড়া থাকবে।

তসলিমার যুক্তি মতে একটা পুরুষ যেমনভাবে ৪টা নারী রাখতে পারে তেমনিভাবে একটা নারীকে ৪টা স্বামী রাখার অনুমতি দেওয়া দরকার, এই যুক্তি প্রকৃতিগতভাবেই খাটে না।

কারণ, প্রকৃতিগতভাবেই পুরুষের তুলনায় নারীর সংখ্যা বেশি।

সুতরাং স্বামীর তুলনায় স্ত্রীর সংখ্যা বেশি হওয়া দরকার। যেহেতু বেশি তো দূরের কথা, সমান সমান হলেও ৫০ লক্ষ বেশি থাকে।

তারা একটা পুরুষও স্বামী হিসেবে পায় না, তা হলে ৫০ লক্ষ নারীকে লালন করবে তসলিমার বাপে?

সুতরাং আল্লাহ যে কুরআনে বলেছেন,

فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَّةَ وَرُبَاعَ

পুরুষ প্রয়োজন হলে ২ বিবি রাখতে পারে। সমস্যা হবে, না আরও সমাধান হবে?

ঐ ৫০ লক্ষ নারীদের লালন পালনের ব্যবস্থা হল।

পুরুষ প্রয়োজনবোধে একত্রে ৩ স্ত্রী রাখতে পারবে। সমস্যা আছে, না আরো সমাধান হবে?

পুরুষ প্রয়োজন বোধে ৪ স্ত্রী রাখতে পারবে।

সমস্যা আছে, না আরও সমাধান হবে?

সুতরাং সৃষ্টি যার, বিধান তার।

স্বামীর স্ত্রীর ক্ষেত্রে যে যুক্তি পেশ করল তসলিমা, সেই যুক্তি সত্য আর কুরআনের ওই যুক্তি ভুল?

জী না।

কুরআনের যুক্তি সত্য, আর তসলিমার যুক্তি ভুল?

তসলিমার যুক্তি ভুল।

তসলিমা যত কারণে কুরআনকে ভুল বলেছে, তার আরেকটা কারণ হল, সূরা নিসার ১১ নম্বর আয়াত।

সূরা নিসার ১১ নম্বর আয়াতে আল্লাহপাক বলেন,

মৃত পিতার সম্পত্তিতে মেয়ে যে পরিমাণ উত্তরাধিকার পাবে, ছেলে তার দ্বিগুন পাবে। একই পিতার সন্তান হয়ে ছেলের যেমন খাওয়ার দরকার, ঘরের দরকার,

পোষাকের দরকার,

মেয়েরও তেমন খাওয়ার দরকার,

ঘরের দরকার, পোষাকের দরকার।

এমন অবস্থায় ছেলেকে ডবল দেওয়া মেয়েকে অর্ধেক দেওয়া আর কিছুই নয়, মেয়েদের প্রতি কুরআনের অবিচার।

‘নাউযুবিল্লাহ’।

যারা ‘নাউযুবিল্লাহ’ পড়লেন, তাদের আমি আগেই বলেছি, যুক্তি-দর্শন কিছুই বুঝেন নাই, শুধু একটি বিষয় বুঝেই নাউযুবিল্লাহ বলেছেন যে, আল্লাহ যা বলেছেন ঠিকই বলেছেন। এরই নাম ঈমান।

এ কথাটাই শিক্ষা দেওয়ার জন্য যে, আল্লাহ যা বলেছেন, ঠিকই বলেছেন আমি বুঝি আর না বুঝি, আল্লাহ যা বলেছেন ঠিকই বলেছেন।

এ কথাটাই শিক্ষা দেওয়ার জন্য আল্লাহ কুরআনে এনেছেন

﴿(আলিফ লাম, রা)

আমি বুঝি আর না বুঝি, আল্লাহ যা বলেছেন ঠিকই বলেছেন

একথা শিক্ষা দেওয়ার জন্য আল্লাহ الم ، يس ، ق ، حم ইত্যাদি নাযিল করেছেন।

কেয়ামত পর্যন্ত বুঝার কোনো ক্ষমতাই হবে না তোমাদের। তারপরও আমি আল্লাহ যা বলেছি, ঠিকই বলেছি। যদি বিশ্বাস করতে পার, তোমার নাম মুমিন-মুসলমান। যদি বল, বুঝলে মানি, না বুঝলে মানি না, তুমি পরিস্কার বেঈমান।

সূরা নিসার ১১ নম্বর আয়াতে যে আল্লাহ বলেছেন,

মৃত পিতার সম্পত্তিতে ছেলেকে ডবল দিবে, আর মেয়েকে সিঙ্গেল দিবে বলেছেন আল্লাহর বিধানটা কি ঠিকই আছে?

জী ঠিক আছে।

বুঝে আসলেও, না, না বুঝলেও?

না বুঝলেও।

সুতরাং যারা মুর্থ তাদের ঈমান নষ্ট হয়, না পণ্ডিতদের ঈমান নষ্ট হয়? তসলিমার শয়তানী যুক্তির কারণে।

বুদ্ধিজীবীদের ঈমান নষ্ট হয়,

বড় বড় শিক্ষিত ব্যক্তিদের ঈমান নষ্ট হয় তসলিমার শয়তানী যুক্তির কারণে।

সাধারণ মুসলমানের ঈমান নষ্ট হয় না।

এজন্য আপনাদের ঈমান রক্ষা করার জন্য এ রকম শয়তানী যুক্তিরও জবাব দেওয়ার প্রয়োজন হয় না।

দরকার হয় ঐ সমস্ত বুদ্ধিজীবীদের ঈমান রক্ষা করার জন্য।

ঐ সমস্ত বড় বড় শিক্ষিতদের ঈমান রক্ষা করার জন্য তসলিমার যুক্তির দাঁত ভাঙ্গা জবাব দিতে হয়,

যারা বলে তসলিমার যুক্তিটা মন্দ নয়। তা হলে আমরা এ সমস্ত কথার প্রতিবাদ করি।

নিজেদের স্বার্থে, না তথাকথিত বুদ্ধিজীবীদের ঈমান রক্ষার স্বার্থে? আলেমরা যে এর প্রতিবাদ করে রাজপথে নেমে যে হুংকার ছাড়েন, তা কি আলেমগণের নিজেদের স্বার্থে, না তথাকথিত বুদ্ধিজীবীদের ঈমান রক্ষা করার স্বার্থে?

ঈমান রক্ষার স্বার্থে।

কিন্তু বুদ্ধিজীবীরা যদি মৌলবীদের কায়দা মতো পায়? বারটা বাজিয়ে ছাড়ে।

সুতরাং মৌলবীদের ও বুদ্ধিজীবীদের উদাহরণ হল, দাঁত আর জিহ্বার মতো।

দাতের ফাঁকে যদি কাঁটা ঢুকে, জিহ্বায় বড় ব্যথা হয়? না দাঁতের ব্যথা হয়? দাতের ব্যথা হয়

দাতকে ব্যথামুক্ত করার জন্য ঠেলে কে?

জিহ্বা।

নিজের স্বার্থে ঠেলে; না দাঁতের স্বার্থে ঠেলে?

দাঁতের স্বার্থে ঠেলে।

দাঁতের ব্যথা দূর করার জন্য জিহ্বার ঠেলা, এটাই তার স্বাভাব,

ঠিক তেমনিভাবে ঈমান যখন যায় যায় অবস্থা, তখনই মৌলভীর তসলিমার শয়তানী যুক্তিকে ঠেলে ভাল করে।

তসলিমার শয়তানী যুক্তিকে ঠেলে কারা? কেন ঠেলে?

তসলিমার শয়তানী যুক্তির কারণে মৌলভীদের ঈমান যায়, না বুদ্ধিজীবীদের ঈমান যায়?

বুদ্ধিজীবীদের ঈমান রক্ষা করার জন্য তসলিমার শয়তানী যুক্তির বিরুদ্ধে মৌলভীরা ঠেলে, অথচ বুদ্ধিজীবীরা মৌলভীদের কায়দা মতো পেলে বারটা বাজায়।

ইচ্ছা মতো শিক্ষা দিয়ে ছাড়ে।

দেখুন! যদি এমন কোনো বুদ্ধিজীবী থাকেন, যিনি মনে করেন তসলিমার যুক্তিটা খারাপ না, তা হলে একটু কান পেতে শুনুন।

কুরআনের বিধান মতে যদি কোনো বাবার ঘরে ছেলে সন্তান জন্মগ্রহণ করে থাকে।

ছেলে যতদিন নাবালক থাকবে, ততদিন ছেলের লালন-পালন করা বাবার দায়িত্ব হয়। আর ছেলে সাবালক হলে সে ছেলেকে লালন-পালন



করা কুরআনের বিধান মতে বাবার দায়িত্ব নয়। তারপরও যদি কোনো বাবা ছেলে সাবালক হওয়ার পরেও লালন-পালন করে, তা হলে এটা ছেলের প্রতি বাবার দয়া। কিন্তু মেয়ের বেলায় তা নয়।

কুরআনের বিধান মতে কোনো বাবার ঘরে যদি কোনো মেয়ে জন্ম হয়। সাবালক নাবালক কোনো প্রশ্ন আসে না। যতদিন পর্যন্ত মেয়ের বিবাহ না হবে, ততদিন পর্যন্ত মেয়ের লালন-পালন করা বাবার দায়িত্ব হয়।

বুঝে থাকলে বলুন, জীবনের শুরুতেই বাবার সম্পত্তিতে লালিত-পালিত হওয়ার অধিকার ছেলের বেশি, না মেয়ের বেশি, নাকি সমান সমান? মেয়ের বেশি।

এবার বুঝে থাকলে বলুন, ছেলের বেশি না মেয়ের বেশি, নাকি সমান সমান।

মেয়ের বেশি।

তা হলে কুরআন দিল ছেলের থেকে মেয়ের অগ্রাধিকার বেশী। বাটপারেরা বলে সমান অধিকার।

কুরআন মেয়েদের অগ্রাধিকার দিলে মেয়েরা জিতবে, নাকি সমান অধিকার দিলে?

সুতরাং সমান অধিকারের স্লোগান ধারীরা বাটপার।

ঠিক।

কেমন বাটপার, আরেকটু পরিষ্কার করি। রাজপথে গিয়ে স্লোগান দেয়, নারী পুরুষ সমান অধিকার মানতে হবে। মানতে হবে।

এটা তাদের স্লোগানের ভাষা।

নারী-পুরুষ সমান অধিকার মানতে হবে,

মানতে হবে।

ঘরে গিয়ে প্রথম সন্তানটাও বিবির পেটে দেয়, ২য় সন্তানটাও বিবির পেটে দেয়।

জীবনে যতগুলো সন্তান জন্ম দেয়, সবগুলো বিবির পেটে দেয়; না একটা বিবির পেটে, আরেকটা নিজের পেটে নেয়?

না, সবগুলোই বিবির পেটে দেয়।

সন্তান পেটে নিয়ে ১০ মাস চলাফেলা করতে কি আরাম লাগে? না কষ্ট লাগে।

সন্তান প্রসব করতে আরাম হয়, না কষ্ট হয়?

কষ্ট লাগে।

সন্তানকে দুধ পান করাতে আরাম লাগে, না কষ্ট হয়?

কষ্ট হয়।

সন্তানকে ছোট থেকে ১০ বছর পর্যন্ত পেশাব-পায়খানা সাফ করতে আরাম লাগে, না কষ্ট হয়?

কষ্ট হয়।

সবগুলো কষ্ট বিবিকে দিল, একটাও নিজে করল না।

রাজপথে নেমে বলে, নারী-পুরুষ সমান অধিকার দিতে হবে, দিতে হবে।

বাটপারের বাটপার।

রাজপথে নেমে বলে কী? আর ঘরে গিয়ে কী করে?

ভালাভাবে বুঝবেন সমান অধিকারের শ্লোগানধারীরা যে বাটপার? সাধারণ বাটপার নয়; ইন্টারন্যাশনাল বাটপার।

ইন্টারন্যাশনাল এর ব্যাখ্যা আমি এখন দিতে পারব না। তারপরও বলি অবশ্যই ইন্টারন্যাশনাল বাটপার তারা।

এবার বলুন, জীবনের শুরুতেই বাবার সম্পত্তিতে লালিত-পালিত হওয়ার অধিকার ছেলে বেশি পায়, না মেয়ে বেশি পায়?

মেয়ে বেশি পায়।

তা হলে আল্লাহ কুরআনে ছেলে মেয়ের সমান অধিকার দিয়েছেন না মেয়েদের অগ্রাধিকার দিয়েছেন?

মেয়েদের অগ্রাধিকার দিয়েছেন।

একথাটা সাধারণ মুসলমানদের বুঝা বেশি দরকার নাই। কারণ, তারা খোদাকে বুঝলেও মানে, না বুঝলেও মানে। ভালোভাবে বুঝা দরকার, শিক্ষিতদের। পণ্ডিতদের,

বুদ্ধিজীবীগণের বুঝা দরকার ।

সমান অধিকার নয়, কুরআন বলে ছেলের উপর মেয়ের অগ্রাধিকার ।

এরপর ছেলে যেদিন থেকে সাবালক হল, সেদিন থেকে তার নিজের লালন-পালনের দায়িত্ব নিজেরই ।

যে দিন থেকে বিবাহ করল, বউ পালার দায়িত্বও তার ।

যেদিন থেকে ছেলের ঘরে সন্তান হল, সেদিন থেকে সন্তান লালন-পালনের দায়িত্বও তার ।

সুতরাং ছেলের জীবনে খরচের খাত তিনটা ।

১ নম্বর. নিজের লালন-পালনের দায়িত্ব ।

২ নম্বর. বউ পালার দায়িত্ব ।

৩ নম্বর. সন্তান লালন-পালনের দায়িত্ব ।

বুঝে থাকলে বলুন, ছেলের জীবনে খরচের খাত কয়টা?

৩টি ।

বাবার সম্পত্তিতে অংশ পেয়েছে কয়টা?

২টি ।

খরচের খাত হল ৩টি, অংশ পেল ২টি ।

উচিত পেল, না কম পেল?

কম পেল ।

মস্তক যাদের গান্ধা, তারা কুরআনের কথা কিছু বুঝে, কিছু বুঝে না ।

ছেলের জীবনের খরচের খাত ৩টা, বাজেট পেল ২টা । বাকী খরচের বাজেট কোথায়? সেই বাজেটের বিবরণ আল্লাহ এখানে দিয়েছেন । আল্লাহ বলেন—“তোমার বাবার জীবনের দুই অংশ দ্বারা দুই খাত পূরণ কর, আরেক খরচের খাত তুমি রুজি করে পূরণ কর । ”

বুঝে থাকলে বলুন, ছেলের জীবনের খরচের পরিমাণ অংশ পেল, না এক অংশ কম পেল?

এক অংশ কম পেল ।

এবার আসুন মেয়ের বেলায় ।

মেয়ে বিবাহ-শাদী হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত বাবার দায়িত্বে ।

বিবাহের পর লালন-পালন করার দায়িত্ব স্বামীর এবং এ দায়িত্ব মরণ পর্যন্ত স্বামীর উপর ।

মেয়ের উপর নিজের লালন-পালনের কোনো দায়িত্ব আছে?

জী না ।

স্বামী পালনের দায়িত্ব আছে?

জী না ।

নিজের গর্ভজাত সন্তান পালার দায়িত্ব আছে?

জী না ।

তা হলে মেয়ের খরচের কোনো বাজেট নাই;

তা হলে কুরআনে মেয়েকে যে একটি অংশ দিয়েছে, তা কি খরচের খাতের দিল?

খরচ ই নাই, বাজেট কিসের?

আল্লাহ তা মেয়েকে দিয়েছেন লাইফ ইন্সুরেন্স হিসেবে । আর ছেলেকে দিয়েছে ১৬ আনা বাজেট, না দুই তৃতীয়াংশ?

দুই তৃতীয়াংশ ।

আরেক তৃতীয়াংশ তুমি রুজি করে পুরা কর ।

মেয়ের রুজি- রোজগারের কোনো চিন্তা নেই । তাকে এ চিন্তার জন্য বানানো হয় নি বরং আল্লাহর বিধান হল, মেয়ে বানানো হয়েছে গর্ভে সন্তান ধারণ করার জন্য ।

সন্তান প্রসব করার জন্য,

সন্তান লালন-পালন করার জন্য ।

মেয়েকে উপার্জনে শ্রম খাটার জন্য বানানো হয় নি ।

মেয়ের যেহেতু উপার্জনের শ্রম খাটার কোনো ব্যবস্থা নেই, এজন্য মেয়ে যদি কোনো সময় বিপদগ্রস্ত হয়, তা হলে মেয়ে বাবার ঐ অংশ লাইফ ইন্সুরেন্স দিয়ে বিপদের মোকাবেলা করবে ।

বুঝে থাকলে বলুন, কুরআনে বাবার অংশ ভাগ করার বিষয়টা কি অযৌক্তিক?

জী না, যৌক্তিক ।

তসলিমা বলে, ছেলেকে ডাবল দিল কেন, মেয়েকে সিঙ্গেল দিল কেন?  
-এ কারণে কুরআন ভুল ।

এবার কি আপনারা বুঝতে পেরেছেন ছেলেকে ডাবল দিল কেন  
মেয়েকে সিঙ্গেল দিল কেন?

জী ।

পরিষ্কার ভাষায় কুরআনকে ভুল বলার কারণে বাংলার ১৪ কোটি  
মুসলমান এক সাথে গর্জে উঠল তসলিমার বিরুদ্ধে ।

যে বোরকার বিরুদ্ধে সারা জীবন বিমোদগার করেছিল, সেই বোরকা  
পরেই রাতের অন্ধকারে পালিয়ে গেল বৃটেনে ।

কুরআনকে ভুল বললে এই পরিণতি হয় ।

তসলিমা পালিয়ে বৃটেন যাওয়ার পর বাংলাদেশে আরেকজন নারী  
সংসদ সদস্যা ফরিদা রহমান, সে সংসদ সদস্যা হয়েই ঘোষণা দিল,  
“আমি কুরআনকে তসলিমার মতো ভুল বলি না, তবে আল্লাহ সূরা নিসার  
১১ নম্বর আয়াতে বলেছেন, ছেলে ডবল পাবে, মেয়ে সিঙ্গেল পাবে । সমান  
সমান দিলে গোনাহ হবে, এমন কোন কথা আল্লাহ কুরআনে কোথাও  
বলেন নি । ”

সুতরাং দেওয়ার বেলায় আমরা সমানেই দিব । ঘুরিয়ে ফিরিয়ে একই  
মতবাদ কি না?

গরম ভাষা আর নরম ভাষা ।

তসলিমার ভাষাটা ছিল গরম, আর ফরিদার ভাষাটা হল নরম ।

তসলিমা কুরআনকে ভুল ঘোষণা দিয়ে সমান সমান দেওয়ার কথা  
ঘোষণা করেছিল, আর ফরিদা কুরআন ভুল বলে না; তবে সমান দিলে  
গোনাহ হবে এমন কথা আল্লাহ কুরআনের কোনো আয়াতে বলেন নি ।  
তাই দেওয়ার বেলায় সমান সমান দেব বলেন ।

তাই বলি, তসলিমার ভাষা ছিল গরম, আর ফরিদার ভাষা হল নরম ।

ফরিদা বলে, “সমান দিলে গোনাহ হবে” এমন কথা আল্লাহ কুরআনের  
কোনো আয়াতে বলেন নি । আমি সবগুলো আয়াত পড়ে দেখেছি ।”

এই কথাও আবার দাবি করেছে যে, কুরআনের সবগুলো আয়াত আমি পড়ে দেখেছি। সমান দিলে গুনাহ হবে এই কথা আল্লাহ কুরআনের কোনো আয়াতে বলেননি।

এবার আমি আপনাদেরকে আরও দুইটা আয়াত গুনাহ। সূরায়ে নিসার এগার নম্বর আয়াতে আল্লাহপাক রাব্বুল আলামীন বলেছেন—

বাবার সম্পত্তি ছেলে ডবল পাবে, আর মেয়ে সিঙ্গেল পাবে। তের নম্বর আয়াতে বলেছেন—

تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ

“এইগুলো আল্লাহর বিধান।”

চৌদ্দ নম্বর আয়াতে আল্লাহ বলেন—

وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا

“যারা আল্লাহর এই বিধানকে মানবে না, এরা চিরকালের জন্য জাহান্নামে যাবে।”

কত নম্বর আয়াত?

চৌদ্দ নম্বর।

আবার বলি গুনুন, এগার নম্বর আয়াতে আল্লাহ বলেছেন, “ছেলে ডবল পাবে মেয়ে সিঙ্গেল পাবে”। তের নম্বর আয়াতে আল্লাহ বলেন, “এই গুলো আল্লাহর বিধান”। চৌদ্দ নম্বর আয়াতে আল্লাহ বলেন, “যারা এই বিধানকে মানবে না তারা চিরকালের জন্য জাহান্নামে যাবে।” কারণ এটার তো কোনো গোনাহ হবে না এই জন্য।

(শ্রোতারা) জী না।

মস্তক গাফা হলে কি এভাবেই হয়। তা হলে ফরিদা কুরআন কেমন পড়া পড়ছে?

ফরিদা কেমন পড়া পড়ছে বুঝার জন্য একটা গল্প গুনুন।

ছয় অঙ্ক গেছে হাতি দেখতে।

অঙ্ক হাতি দেখবে কিভাবে?

হাত বুলিয়ে দেখে।



একটা অন্ধ হাত বুলালো হাতির পিঠে ।

আরেকটা অন্ধ হাত বুলালো হাতির পেটে ।

আরেকটা অন্ধ হাত বুলালো হাতির লেজে ।

আরেকটা অন্ধ হাত বুলালো হাতির ঘাড়ের ।

আরেকটা অন্ধ হাত বুলালো হাতির দাঁতে ।

হাত বুলিয়ে হাতি দেখে বাড়িতে ফিরলে লোকেরা জিজ্ঞাসা করল,

হে অন্ধ ভাই, হাতি কেমন দেখলে?

যে অন্ধ হাতির পিঠে হাত বুলালো, সেই অন্ধ বলে, হাতি খাটের মতো, পালঙ্গের মতো,

বিছানার মতো ।

যেই অন্ধ হাতির পেটে হাত বুলাল, সেই অন্ধ বলল, হাতি ধানের খোলার মতো ।

যে অন্ধ হাতির পায়ে হাত বুলাল, সেই অন্ধ বলল, হাতি কলা গাছের মতো ।

যেই অন্ধ হাতির লেজে হাত বুলালো, সেই অন্ধ বলে, হাতি লাঠির মতো । যেই অন্ধ হাতির কানে হাত বুলালো, সেই অন্ধ বলে, হাতি কুলার মতো । যে অন্ধ হাতির দাঁতে হাত বুলালো, সেই অন্ধ বলে, হাতি মুলার মতো ।

এখন আপনারা কি বলেন? হাতি কুলার মতো নাকি মুলার মতো?

নাকি হাতি হাতির মতোই ।

তাহলে অন্ধরা কুলার মতো আর মুলার মতো বলে কেন? অন্ধ শুধু দাঁত দেখেছে আর কিছুই দেখেনি ।

ঠিক তেমনভাবেই এই ছয়টা অন্ধর মতো তসলিমা আর ফরিদা কুরআনের এক আয়াতেই পড়েছে । আর অন্য কোনো আয়াত পড়ে নি ।

ফরিদা যে বলল, সূরায়ে নিসার এগার নম্বর আয়াতে আল্লাহ বলেছেন- “ছেলে ডবল পাবে আর মেয়ে সিঙ্গেল পাবে ।” এটা তো বুঝল । তের নম্বর আয়াতে বলেছে “এটা আল্লাহর বিধান,” চৌদ্দ নম্বর আয়াতে যে

বলেছেন- “এই বিধান না মানলে চিরকালের জন্য জাহান্নামী হবে।” এইটা হয়ত ফরিদা জানে না।

যেহেতু এটা জানে না, তা হলে বুঝা গেল কিছু বুঝল, কিছু বুঝল না। এই কারণে কুরআন মানে না।

কুরআন না মাননেওয়ালা দল কতটা। এক দলে কিছুই বুঝে না, এজন্য মানে না।

এক দলে ষোল আনা বুঝেও মানে না।

আরেক দলে কিছু বুঝে, কিছু বুঝে না কিছু মানে না।

এবার বলেন, কিছু বুঝে কিছু বুঝে না এই জন্য মানে না, এই রকম ফরিদা মার্কী মুসলমান বর্তমান বাংলাদেশে আছে কি না?

আছে।

দুই চারজন, নাকি ফরিদার প্রেতাশ্রায় ভরা বর্তমান বাংলাদেশ?

ফরিদার প্রেতাশ্রায় বর্তমান বাংলাদেশ ভরা।

তসলিমার প্রেতাশ্রায় ভরা বর্তমান বাংলাদেশ।

যে সমস্ত তথাকথিত বুদ্ধিজীবী আর যে সমস্ত তথাকথিত পণ্ডিতেরা কুরআনের বিরুদ্ধে মন্তব্য করে, তারা আল্লাহপাক রাব্বুল আলামীনের পরিস্কার ঘোষণা খুলে দেখ কুরআন বুঝ আর না বুঝ আল্লাহ যা বলেছেন, তা ঠিকই বলেছেন। তুমি যদি বিশ্বাস কর, তা হলে মুমিন-মুসলমান হতে পারবে। আর আল্লাহ যা বলেছেন, তা যদি বেঠিক মনে কর-

يَدْخُلُهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا

সুতরাং আল্লাহর কথা বুঝলে মান নাকি না বুঝলে মান, এটা পরীক্ষা করার জন্য راء ، لام ، الف (الر) তিনটা অক্ষর দিয়েছেন বুঝলে মান ?নাকি না বুঝলে মান তোমাকে পরীক্ষা করার জন্য।

যেখানে থেকে রওয়ানা হয়েছিলেন সেখানে আবার ফিরে আসলেন?

আবার ফিরে আসলেন।

এবার শুনুন الر এইগুলোর মধ্যে আর কি রহস্য আছে।

কোথায় থেকে রওয়ানা হয়েছিলেন الر থেকে। আবার ফিরে আসলেন কিনা الر-তে? এবার আসুন الر-তে আর কি আছে।

সূরা ইউসুফের প্রথম আয়াতের প্রথম অংশ الر ;

الر এর আরেকটা রহস্য হল মুফাসসিরীনে কেরাম লিখেছেন-

طه , عسق , الم , الر , এই অক্ষরগুলো কুরআন যে আল্লাহর সত্য কালাম, কুরআন যে কোনো মানুষের মনগড়া রচিত নয়, এর সার্টিফিকেট।

কুরআনের সত্যতার সার্টিফিকেট الم।

কুরআনের সত্যতার সার্টিফিকেট, الر

কুরআনের সত্যতার সার্টিফিকেট, حم

কুরআনের সত্যতার সার্টিফিকেট, يس

কুরআনের সত্যতার সার্টিফিকেট, طه

এই শব্দগুলো কুরআনের সত্যতার সার্টিফিকেট,

এবার বুঝুন সার্টিফিকেট কিভাবে?

মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সা. দুনিয়ার কোনো উস্তাদের কাছে কোনো দিন এই অক্ষরগুলো শিখেননি।

আপনারা কি জানেন? দুনিয়ার কোনো উস্তাদের কাছে শিখেছেন?

যে লোক কোনো উস্তাদের কাছে الف শিখল না ,

ءب শিখল না,

ءت শিখল না,

সেই লোকটা ذٰلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيْهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِيْنَ মনগড়া বানাতে পারবে?

মনগড়া বানাতে পারে? না।

যে বর্ণই শিখল না, সে কি পাণ্ডিত্যপূর্ণ বাক্য মনগড়া বানাতে পারবে?

পারবে না।

সুতরাং তোমরা সারা বিশ্ববাসী জান, আমার নবী মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সা. জীবনে কোনো উস্তাদের কাছে আলিফ অক্ষর শিখেন নি,

(J) লাম শিখেন নি,

(১) রাও শিখেন নি,

এতদসত্ত্বেও এই ত্রিশ পারা কুরআনের মতো অলঙ্কারপূর্ণ শাস্ত্র পরিপূর্ণ  
পাণ্ডিত্যে পরিপূর্ণ, ত্রিশ পারা কুরআন অক্ষর না শিখে মনগড়া বানানো  
অকল্পনীয় ব্যাপার।

সুতরাং এই অক্ষরগুলো এই কথার জ্বলন্ত প্রমাণ যে,

এই কুরআন আমার নবীর মনগড়া বানানো নয়;

কুরআন আল্লাহর নাযিলকৃত সত্য কালাম।

الر সম্পর্কে মোটামোটি যে কথাগুলো আমি আপনাদের সামনে তুলে  
ধরলাম, বুঝে থাকলে বলুন,

এই অক্ষরগুলোও কুরআনের বিভিন্ন সূরার শুরুতে আল্লাহ দিয়েছেন  
আমাদেরকে অনেক কিছু শিক্ষা দেওয়ার জন্য কি না?

কুরআনের শিক্ষণীয় বিষয়গুলো আমাদের শিখার ও এর আলোকে  
আমাদের জীবন গড়ার ও চিরস্থায়ী জাহান্নাম থেকে আত্মরক্ষার পরকালীন  
ও ইহকালীন জীবনকে সফল করার সৌভাগ্য আল্লাহ আপনাদের ও  
আমাদের সকলকে দান করুন। সকলেই বলুন আমীন।

سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ وَالْحَمْدُ  
لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَصَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَى خَيْرِ خَلْقِهِ مُحَمَّدٍ وَآلِهِ  
وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ

সমাপ্ত